শ্যামপুর বিদ্যালয়

শ্যামপুর মহাবিদ্যালয়ঃ

কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪ মে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে এইচএসসি শ্রেনী কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে পরবর্তিতে স্নাতক ডিগ্রি খোলা হয় ১জুলাই ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে। কলেজটির এইচএসসি এমপিওভুক্ত হয় ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং স্নাতক ডিগ্রি এমপিওভুক্ত হয় ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে। কলেজটি স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয় ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে। কলেজটিতে বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ৪৪ জন এবং কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন ২০জন। কলেজটিতে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৯৩ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪৭৪ জন। উপজেলায় একটি মডেল কলেজ হিসেবে আগামী প্রজন্মের জন্য সাফল্যের সহযোগী হয়ে উঠার প্রত্যাশা রাখে সবুজে ঘেরা শ্যামপুর বন্দর ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকা এ প্রতিষ্ঠানটি।

সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়

সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ঃ

সময়টি ০১ জানুয়ারী ১৯৬৬খ্রিঃ। গরিব ছাত্রদের সুবিধার্থে সে সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ও সময়ের চাহিদা পুরণে এলাকাবাসীর সহযোগীতায় সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠান ১৫ মে ২০০০ খ্রিঃ তারিখে এমপিও লাভ করে। যা বর্তমানে ২০ জন শিক্ষক এবং ৬ জন স্টাফ নিয়ে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যায়নরত বর্তমান ছাত্র সংখ্যা-৪৭১ জন ও ছাত্রী সংখ্যা-৫১৪ জন। উপজেলায় একটি মডেল স্কুল হিসেবে আগামী প্রজন্মের জন্য সাফল্যের সহযোগী হয়ে উঠার প্রত্যাশা রাখে সবুজে ঘেরা লাহিড়ীরহাট ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকা এ প্রতিষ্ঠানটি।

শ্যামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়

শ্যামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ঃ

০১ জানুয়ারী ১৯৬৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি ০১ জানুয়ারী ১৯৮৫ খ্রিঃ তারিখে এমপিও লাভ করে। কলেজ শাখা ১৯৯৯ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু একন পর্যন্ত এমপিও ভুক্ত হযনি। প্রতিষ্ঠানটির স্কুল শাখায় বর্তমানে ১৬ জন শিক্ষক ও ৬ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন এবং কলেজ শাখায় ১৫ জন শিক্ষক এবং ৪ জন কমৃচারী কর্মরত আছেন। স্কুল শাখায় ছাত্রী সংখ্যা- ৪৫০ জন এবং কলেজ শাখায় ছাত্রী সংখ্যা ১০০ জন। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যন্তগ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা জরুরী।

মহিলা কলেজ লাহিড়ীরহাট

মহিলা কলেজ লাহিড়ীহাটঃ

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একাডেমিক স্বীকৃতি পায় ২০০৯ খিষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক আছেন ১৬ জন এবং কর্মচারী আছেন ৯ জন। প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত ছাত্রী সংখ্যা ১৪০ জন। এ প্রতিষ্ঠানটি চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রানকেন্দ্র লাহিড়ীরহাট বাজারের পাশে অবস্থিত। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রায় ২৪ বছর অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাটি এমপিওভুক্ত হয়নি। নারী শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা জরুরী।

চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয়

চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয় ঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নের সবচেয়ে পুরাতন এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং এমপিওভুক্ত হয় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। স্বীকৃতি প্রাপ্ত এ প্রতিষ্ঠানটি ২০০১ ইং সালে ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বপ্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২০ জন শিক্ষক এবং ৫ জন কর্মচারী আছেন। বিদ্যালয়টিতে সর্বপ্রকার আধুনিক সুবিধাদি নিয়ে স্ব-গৌরবে দাড়িয়ে থাকা চমৎকার ভবন, সবুজ ও সকলের জন্য উন্মুক্ত মাঠ, এবং শিক্ষার্থীদের কোলাহলে মুখরিত এ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন প্রাণের মেলা। বর্তমান ছাত্র সংখ্যা- ২৫২ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৩২০ জন।

অযোধ্যাপুর নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে বাবুরহাট সংলগ্ন অযোধ্যাপুর নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের শেষ প্রান্তে মনোরম পরিবেশে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়ে এমপিওভুক্ত হয় ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৯ জন এবং কমৃচারী সংখ্যা ২ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-১৩০ জন এবং ছাতী সংখ্যা-১৪৫ জন। বিদ্যালয়টির সামনের খেলার মাঠটি চন্দনপাট ইউনিয়নের বালকদের জন্য নির্ধারিত খেলার মাঠ হিসাবে বাচাই করা হয়েছে।

চন্দনপাট মাটিয়াপাড়া একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসাঃ

৩নং চতরা ইউনিয়নের প্রাণ কেন্দ্রে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে বিদ্যোৎসাহী একদল ধর্মপ্রাণ মানুষ একত্রিত হয়ে ১৯৮৯ খ্রিঃ "চন্দনপাট মাটিয়াপাড়া একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসা" স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হয় ২০০২ খ্রিঃ। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক আছেন-১৭ জন, কমৃচারী আছেন-৩ জন। প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্র সংখ্যা-১৪০ জন, ছাত্রী সংখ্যা-১৭২ জন।

প্রতিষ্ঠানটিতে একটি একাডেমিক ভবন আছে এবং চারতলা ভিত্তি বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণধীন। চন্দনপাট মাটিয়াপাড়া একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সহায়তায় ঐকান্তিক প্রচষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানটির সামনের খেলার মাঠটি চন্দনপাট ইউনিয়নের বালিকাদের জন্য নির্ধারিত খেলার মাঠ হিসাবে বাচাই করা হয়েছে

উত্তর চন্দনপাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসা

উত্তর চন্দনপাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ঃ

প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক আছেন ১৫ জন এবং কর্মচারী আছেন ৪ জন। প্রতিষ্ঠানটির দাখির শাখায় ছাত্রী সংখ্যা ১৬৫ জন এবং এবতেদায়ী শাখায় ছাত্র সংখ্যা ৪৫ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪০ জন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রায় ২৮ বছর অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাটি এমপিওভুক্ত হয়নি। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা জরুরী।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামঃ

০১। সাহাবাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০২। কাশিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৩। কলাগাছি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৪। কলারখামার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৫। ঈশ্বরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৬। বালাচওড়াহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৭। বৈকুণ্ঠপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৮। শ্যামপুর বন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৯। পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১০। খৈল্লাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১১। অযোধ্যাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১২। যাদবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৩। উমাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৪। শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৫। মাটিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৬। চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৭। উত্তর চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

চন্দনপাট ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার (সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়)ঃ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি। ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি।

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে প্রভাতফেরির এ গান গেয়ে আমরা শহীদ মিনারে যাই। সেখানে ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই অন্তহীন শ্রদ্ধা। শহীদ মিনার ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত আপন। এ ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থেই রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল বাঙালীর দামাল ছেলেরা। ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার।

উদ্যোগ ঃ

২০২২ খ্রিষ্টাব্দে চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ইউপি কার্যালয় চত্বরে একটি দৃষ্টিনন্দন শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভাষার জন্য উৎসর্গ করা শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করার এই বেদীতল নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে বিবেচনা করে শহীদ মিনারটির সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ এখনও চলমান।

সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় শহীদ মিনার ঃ

চন্দনপাট ঐতিহাসিক ভাবে এবং ব্যবসা বানিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সু-দুর অতীত হতেই চন্দনপাট সুনাম সর্বজন বিদিত। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে চন্দনপাট চত্ত্বর খুবই উর্বর। শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। চন্দনপাট এসকল ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালনকওে আসছে। সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। বাংলাদেশের বীর শহীদদের স্মরণ করার জন্য চন্দনপাট চত্ত্বরে শহীদ মিনার নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেন চ্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকাগণের অকুন্ঠ সমর্থনে নির্মিত শহীদ মিনারটি ইতিহাস, সাহিত্য, ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রে পরিনত হবে। ২০২২ ইং সালে ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আমিনুর রহমান সাহাবাজপুর শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল থেকে স্কিম গ্রহণ পুর্বক শহীদ মিনারটি নির্মাণ সম্পুর্ন করা হয়।

সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় শহীদ মিনার